‘বিএনপির ত্রাণকাজে বাধার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা’

বিএনপির ত্রাণকাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, করোনা মহামারীর মধ্যে গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি দলের এ হামলা অশুভ ইঙ্গিতেরই ইশারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় কে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করুন, তথ্যপ্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

তিনি বলেন, ‘মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়।

করোনার উচ্চঝুঁকি বিবেচনায় সরকার কিছু জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসব এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই দুর্যোগে বাংলাদেশে সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ টিম সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন।

‘তারা নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথাও বলেছেন।’

ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সরকার জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিইউসহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুনমাত্রা।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ সিস্টেম।

সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং কেপাসিটি এবং চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৬০ এর অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে।

এরই মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় তিনি করোনার লক্ষণ দেখা দিলে গোপন না করে নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

এর আগে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল হামিদের কাছে দুটি আইসিইউ ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন।

১৭০ সংসদ সদস্যের করোনা পরীক্ষা করতে চিঠি

একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের বাকি কার্যদিবসগুলোতে যে ১৭০ সংসদ সদস্য অংশ নেবেন, তাদের করোনা পরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় সংসদ।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর ই আলম চৌধুরী রোববার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করছি।

১৭০ সংসদ সদস্যকে করোনা পরীক্ষা করতে চিঠি দেয়া হয়েছে। শনিবার ২০ জন সংসদ সদস্য নমুনা পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। তাদের করোনা নেগেটিভ এসেছে। বাকিদেরও আমরা অনুরোধ করছি, যেন করোনার নমুনাটা পরীক্ষা করিয়ে নেন’।

জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে যাদের বয়স বেশি, তাদের আগে থেকেই সংসদে যোগদান না করতে বলা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজন সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করায় এখন ৩৫০ এর কম সংসদ সদস্য রয়েছেন বর্তমান জাতীয় সংসদে।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানিয়েছে, সংসদের মেডিকেল সেন্টারে শনিবার থেকে নমুনা জমা দিচ্ছেন এমপিরা। প্রথম দিন ২০ জন এমপি নমুনা দিয়েছেন। রোববার আরও ৪৫ জন দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দুই দিনে নমুনা দিয়েছেন ৬৫ জন। সোমবারও এমপিদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এখন পর্যন্ত বাজেট অধিবেশন তিন কার্যদিবস চলেছে। সংসদ সচিবালয় সূত্র জানিয়েছে, ২৩, ২৪, ২৯ ও ৩০ জুন সংসদের অধিবেশন চলতে পারে। অধিবেশনের কার্যক্রম চলবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

চলতি বাজেট অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন, এমন দুজনসহ অন্তত ১৫ জন সংসদ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বশেষ শনিবার নড়াইল-২ আসনের এমপি মাশরাফি বিন মুর্তজার করোনা পজিটিভ হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ সচিবালয়ের প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সুত্র-যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫৩১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩১ জন শনাক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর

থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

সবাই স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলুন: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বলেছেন, জীবন চলতে থাকবে, জীবন স্থবির থাকতে পারে না। তার পরও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

রোববার গণভবনে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তার পরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। যতটুকু সম্ভব উন্নয়নের গতিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে সরকার।

তিনি বলেন, করোনার কারণে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্যসহ অনেককে হারিয়েছি। দেশবাসীর কাছে এটুকু বলব– আসুন সবাই মিলে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ মহামারী থেকে আমাদের মুক্তি দেন। এটি শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্যা। মানুষ যেন করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেটিই আমরা চাই।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জানানো হয় একদিনে তিন হাজার ২৪০ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৭ জন। সব মিলে দেশে মোট করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ আট হাজার ৭৭৫ জন। মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২৫ জনে। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় দেশের ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: ওয়ার্ল্ড ভিশন

করোনার প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিশু, বিশেষত যারা শহর বা গ্রামের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর ৯০ দিনে ‘লকডাউনে’ কার্যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ায় দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে দৈনিক রোজগার বা ব্যবসা বন্ধ থাকায় ৭৮.৩ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমেছে।

শনিবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোভিড-১৯ র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু। যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ দ্রারিদ্র এবং এর এক-চতুর্থাংশ অতিদারিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠছে।

সংস্থাটির অন্তর্বর্তীকালীন ন্যাশনাল ডিরেক্টর চন্দন গোমেজ বলেন, আমরা শংকিত। বিশেষত ৫ বছরের কম বয়সী সেই সব শিশুদের নিয়ে যারা চলমান পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে

অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে পড়বে শিশুরা। বেড়ে যতে পারে শিশু মৃত্যুর হার।

তিনি বলেন, দেশের ২৬টি জেলার ৫৭টি উপজেলার আমাদের কর্ম এলাকাগুলোতে আমরা দেখেছি খাদ্য সংকটে শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পাচ্ছে না। এতে করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে।

চন্দন গোমেজ আরও বলেন, আমি শংকিত সেই ৮৭ শতাংশ শিশুদের নিয়ে যারা বাড়িতে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে এবং ৯১.৫ শতাংশ শিশু যারা কোভিড-১৯ নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের শিশু এবং তাদের পার্শ্ববর্তী জনবসতিসহ বাংলাদেশের সব শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা প্রভাবিত করছে তা সমাধানে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে, জরিপ এলাকার ৯৪.৭ শতাংশ পরিবারে খুব সামান্য অথবা কোনো খাবার সঞ্চিত নেই যেখানে ৩৮.৫ শতাংশ শিশু এবং ৫৮.৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দিনে সর্বোচ্চ দুইবেলা খেতে পারছেন। এছাড়া ৫৮ শতাংশ পরিবার খুব কম খাবার খেয়ে দিন পার করছে। প্রায় ৩৪ শতাংশ পরিবার রান্না, ধোয়া- মোছা ও পান করার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। অন্যদিকে ৫০ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ এবং পরিষ্কার পানির অপর্যাপ্ততার কারণে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারছে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫২টি উপজেলার ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১ হাজার ৬১৬ জন শিশু এবং ২ হাজার ৬৭১ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে । সূত্র-যুগান্তর

করোনায় বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও মহামারী প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়াতে তিনটি প্রকল্পে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বলে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

‘প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনারশিপ’ (প্রাইড) প্রকল্পে ৫০ কোটি ডলার, ‘এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকনোমি’ প্রকল্পে ২৯ কোটি ৫ লাখ ডলার ও ও ‘সেকেন্ড প্রোগ্রামেটিক জবস্ ডেভলপমেন্ট পলিসি ক্রেডিট’ প্রকল্পে ২৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন এক বিবৃতিতে বলেন, নজিরবীহিন সংকট মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী এ পদক্ষেপের ফলে জনসাধারণের আয় ও জীবিকা ◌্তিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পগুলো দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে সহায়তার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত গড়বে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫০ কোটি ডলারের প্রাইড প্রকল্পটি প্রায় ২০০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানবে; নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্কে সামাজিক ও পরিবেশগত মান জোরদার করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে সফটওয়্যার পার্কের ৪০ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান হবে নারীর।

এই প্রকল্প মিরসরাই-ফেনী অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -২ এর উন্নয়ন করবে যার মধ্যে থাকবে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ সড়ক নেটওয়ার্ক, সৌর বিদ্যুতের সড়ক বাতি স্থাপন ও জলবায়ু-সহনশীল পানি, স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পটি জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ঢাকার প্রথম ‘ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনার হাব’ গড়ে তুলে এটিকে একটি সবুজ ভবনে পরিণত করবে।

তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ও তথ্য প্রযুক্তি সমর্থিত সেবাসহ (আইটিইএস) স্থানীয় ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থনীতিকে সহায়তা করবে।

২৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রকল্প সরকারের সব সংস্থার জন্য একটি সমন্বিত, অংশীদারিত্বভিত্তিক এবং ক্লাউড-কম্পিউটিং ডিজিটাল প্লাটফর্ম স্থাপন করবে এবং সাইবার নিরাপত্তার উন্নতি ঘটাবে, যা সরকারি আইটি বিনিয়োগে ২০০ মিলিয়ন ডলারের খরচ বাঁচাবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্লাটফর্ম সরকারকে কার্যকরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে যার এক-তৃতীয়াংশ হবে নারী ও একলাখ তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল ও নতুন প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। এটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ৩০ কোটি ডলার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে; মহামারীর ঝুঁকি কমাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনবে।

আর ২৫ কোটি ডলারের প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের স্বল্প-মেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপের সহায়তার জন্য সরকারের আর্থিক সংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যতের অভিঘাত মোকাবিলায় শ্রমজীবী ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

এই অর্থায়ন নারী, যুব জনগোষ্ঠী, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এটা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারে সহায়তা করবে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অধিকতর উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে সহায়তা করবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৭ জনের প্রাণ, শনাক্ত ৩২৪০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪২৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২৪০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৭৭৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে আগের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৩১টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ২৪০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৪২৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

ঘটনাটা প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে।সেভিয়া বক্সের সামনে বল নিয়ে ছুটছিলেন মেসি। হাঁটুর চোট থেকে ফিরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা লুইস সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হওয়ায় বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু সেভিয়ার ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডিয়েগো কার্লোস ওই সময় ছুটে গিয়ে ট্যাকল করেন মেসিকে। আর্জেন্টাইন এ তারকা এরপর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারনেননি।

ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগো কার্লোসের প্রতি তেড়ে গিয়ে তাঁর মুখে ধাক্কা মারেন মেসি। বোঝাই যাচ্ছিল, ভীষণ খেপে গিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে মাঠে দ্রুত শুয়ে পড়তে দেরি করেননি ডিয়েগো। মেসি লাল কার্ড দেখতে পারেন তা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল সবাই।

না, রেফারি লুইস গঞ্জালেস সেটি আর করেননি। মেসি ধাক্কা মারার পর জটলা লেগে যায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্বি এসবই চলছিল। মেসি বেঁচে গেলেও সেভিয়ার ফার্নান্দো এবং বার্সার সার্জিও বুসকেটসকে হলুদ কার্ড দেখতে হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড় প্রশ্ন ছিল ‘মেসি কীভাবে লাল কার্ড দেখলেন না।’

রেডিও মার্কার বিশেষজ্ঞ আন্দুজার অলিভিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, লাল কার্ড দেখার মতো অপরাধ করেননি বার্সা তারকা, ‘সর্বোচ্চ হলুদ কার্ড দেখানো যেত। মেসির যেমন ডিয়েগোকে ধাক্কা মারা উচিত হয়নি তেমনি সেভিয়া খেলোয়াড়দেরও ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করা ঠিক হয়নি।’

সেভিয়ার সঙ্গে গোলশুন্য ড্র করে বার্সা। ৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। ২৯ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম আলো

চতুর্ভুজ প্রেম, প্রেমিকার নির্দেশে তিন প্রেমিক মিলে খুন করেন আরেক প্রেমিককে

চতুর্ভুজ প্রেমের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় প্রেমিকা আরিফার নির্দেশেই খুন করা হয় বড়াইগ্রামের ইকোরি গ্রামের কৃষক মোবারক হোসেনকে। পুলিশ ঘটনার মাত্র ২দিনের মাথায় এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপর তিন প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিটন কুমার সাহা জানান, গত ১৫ জুন বড়াইগ্রাম উপজেলার ইকোরি গ্রামের মৃত খয়ের উদ্দিনের ছেলে মোবারক হোসেন
(৩৮) খুন হন। মোবারককে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে নিহতের স্ত্রী রানী বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে সোনাবাজুর কাচু খার স্ত্রী আরিফা বেগমকে (৩০) গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরিফা এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত বলে স্বীকার করেন এবং অপর তিনজন প্রেমিকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা জানান। পরে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা হলেন-সোনাবাজু গ্রামের ইমরুল প্রামাণিকের ছেল রশিদ প্রামাণিক (৩৮), একই গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে জিহাদ আলী (৩২) এবং ইকোরি গ্রামের আব্দুল বারীর ছেলে আসাদুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ সুপার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ছিলেন আরিফা। তিনি নিহত মোবারকসহ ৪ জনের সাথেই অবৈধ মেলামেশা করতেন ও তাদের কাছে থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতেন। মোবারক ঠিকমত আরিফাকে টাকা না দেওয়া এবং তিনিসহ অন্যদের সাথে আরিফার সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেন। এতে আরিফা ক্ষুদ্ধ হয় এবং অপর তিন প্রেমিককে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ঘটনার দিন মোবারক গরু চড়াতে গেলে আরিফা বেগম শারীরিক মেলামেশার প্রলোভন দিয়ে মোবারককে পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। এরপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মোবারককে হত্যা করেন এবং এরপর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, হত্যার পরে আসামিরা মোবাইল ফোনে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি। কিন্তু পারপার্শ্বিকতা বিবেচনায় পুলিশ বিচক্ষণতার সাথে আরিফাকে টার্গেট করে আটক করে। প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল ইসলাম, নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত, বড়াইগ্রাম থানার ওসি দিলিপ কুমার দাস, ডিবির ওসি আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ